

## তাদরীস

### প্রতিষ্ঠাতা ও চিরস্থায়ী মুতাওয়াল্লী

“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর” চিরস্থায়ী সাইয়িদ ও ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়িদিনা, মুরশিদুনা, হাবীবিনা, শাফীয়া, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়িদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্বাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী খাজা শায়খ সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বক্শি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)

### সভাপতি

শাহ্‌সূফী সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

### মহাসচিব ও অর্থ সম্পাদক

শাহ্‌সূফী আবুল খায়ির জাহিদ হাসান শাকির হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

### সহ-সভাপতি

শাহ্‌সূফী আবুল খায়ির ফারুক আহমেদ হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

### সার্বিক সহযোগিতা ও গবেষণা এবং তথ্যপ্রযুক্তি

### যোগাযোগ মন্ত্রণালয় পরিচালক

শাহ্‌সূফী আবুল খায়ির হাসিবুল হাসান হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

### প্রচার সম্পাদক

শাহ্‌সূফী আবুল খায়ির মাহমুদুল হাসান রনী হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

### উপদেষ্টামন্ডলী

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর দরবার শরীফের সকল মুরীদ-ভক্ত, আশিক-জাকির

## সূচীপত্র

- ❁ তাফসীর-ই-ওয়াজীহ-----৬
- ❁ উয়ুনুল হিকায়াত -----১৪
- ❁ শান-ই-রিসালাত-----১৫
- ❁ এখনো উম্মতের সাথে  
রাসুলের সরাসরি সম্পর্ক---১৭
- ❁ দিওয়ান-ই-হাসেমী-----৩২

### প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ- হাসেমী'স রিসার্চ একাডেমি

### পরিবেশনায়

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট

শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

ফোনঃ ০১৫৩৭০২২২৪৬, ০১ ৭৭১৯৬১১১৮

E-mail: hashemisresearchfoundation@yahoo.com

❁ হাদিয়াঃ ১৫ টাকা ❁

- **প্রতিষ্ঠাতা মুতাওয়াল্লি :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” চিরস্থায়ী ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়্যিদিনা, মুরশিদুননা, হাবীবিনা, শাফীয়িনা, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়্যিদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্মাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ আল-ফরুকী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) নানুপুরী, চাঁদপুরী, ঢাকা আহমদপুরী, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুরী, নারায়ণগঞ্জী, মুসী, সুন্নী, হানাফী, কাদেরী, চিশতী, নকশবন্দী মুজাদ্দিদী, মোহাম্মদী (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বকশি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)।
- **মহাপরিচালক :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকামিল, উস্তাজুল আছতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, (সিক্ত্রপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ, অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ) ৮/এ শাহী মঞ্জিল রাণীমার রওদ্দাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

- **প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, চাঁদপুরী, কুমিল্লায়ী, বি.এ, বি.এড, ডি.এস এম.এস. (প্রাক্তন সচিব পর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়)।
- **ভাইস-প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির শাকীর মোহাম্মদ জাহিদ হাসান ফারুকী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।
- **মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’
- শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।
- **উপ-মহাসচিব (উপ-মহাসম্পাদক) :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী। বি.বি.এ, এম.বি.এ।
- **দাতা ও অর্থ সম্পাদক ৪ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ আবু সাঈদ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আহমদপুর (যাত্রাবাড়ি) ঢাকা। বি.বি.এ, এম.বি.এ।
- **প্রচার সম্পাদক ৪ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান রনী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী

আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। (ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ,অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ) ৮/এ শাহী মঞ্জিল রাণী’মার রওছাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

➤ প্রধান উপদেষ্টাঃ “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদিয়া তুরীক্বাহর খলীফা”, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শাকীর বায়েজীদ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাওজিঃ

১. “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ্ খলীফা”,  
নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-  
ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত  
মাওলানা শাহ্-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল  
খায়ির মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ  
মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-  
হাশেমী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী,  
ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’  
শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ  
(ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া  
বাংলাদেশ, বি.এ, অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয়  
বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ)

২. "ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ" খলীফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুল আরেফীন সানী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাসেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লারী) চাঁদপুরী, '৮/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, কুচুপপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ 'শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ কুচুপপুর নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ।

৩. 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর' খলীফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শরফদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, '৮/এ শাহী মজিল্ল শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। '৮/এ শাহী মজিল্ল শাহী মহল্লা শরীফ কুতুবপুর নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ।

৪. “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহূর” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকাম্মিল, উস্তাজুল আছাতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগ্গজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লারী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ।

**৫.প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” খলীফা, সাইয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির শরীফ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। (কামিল, বি.এ,) ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ((ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ, অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)।

৬. প্রাক্তন উপদেষ্টা : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদিয়া তুরীক্বাহ” খলীফা, সাইয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুল আরব্বীন আব্বাস হাসেমী

ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-কোরাইশী, চাঁদপুরী, 'চ/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

## প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনা :

“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট” শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

আমার মুরশিদ ক্বিবলাহু কর্তৃক আদিষ্ট ও অনুমোদিত।

নিবেদক : আমি আহ্‌কার (আমি গুনাহ্‌ গার)

গবেষণা, রচনা ও সম্পাদনা : উস্তাজুল আছতিজা হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (সিক্সপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ.অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ)।

সৌজন্যে : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ্‌ এঁর দরবার শরীফ”, “মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী”, “মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া” ‘রাণী মা’র রওছাহ শরীফ, ‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনা : ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট, শাহী মহল্লা শরীফ।

## প্রাপ্তিস্থান

✽ আখ্‌ফা-ই-মোহাম্মদীয়া দরবার শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ‘মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ খাদিজ মার রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ শরীফের রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্টঃ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ রাণী‘মা এঁর রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ শাহী হোমিও ক্লিনিক, শাহী বাজার, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ।

✽ ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ্‌র দরবার শরীফ, ০১৯২৮৯৬৩৭১৫, ০১৬৮০০০৮৭৮৪. শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ মোহাম্মদীয়া বায়নাদী দোকান : (নাসিরুদ্দীন ভাই) ০১৭১৬৫২০৯১২. নিউ আলাউদ্দীন সুপার মার্কেট, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

✽ শাহী কম্পিউটার সেন্টার : (হোসাইন ভাই) কাজী খোরশেদ প্লাজা, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭৩৭৯৪১৯১৩, ০১৯২৩৮৩৭৫৪৫

✽ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্‌ এঁর হোমিও ক্লিনিক, হাসনাবাদ, কেরানীগঞ্জ।

✽ মেসার্স ফারুক ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৬ পুরানা পল্টন লাইন, (বিজয় নগর) ঢাকা ১০০০।

মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৩৩৫২৭



## ভূমিকা

'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) একটি গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা যা শরীয়ত ও তুরীক্বত বিষয়ক তথ্যনির্ভর, গবেষণামূলক মৌলিক ও অনুদিত রচনা শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ, আলিম ও স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিকট পৌছে দেয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও তুরীক্বতের আলো সকলের নিকট পৌছে দেয়ার প্রয়োজন সকল সময়েই সকল সমাজে অনুভূত হয়। তাই 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র উদ্যোগে হাসেমী রিসার্চ একাডেমি' এর পরিবেশনায় 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করে থাকে।

## উদ্দেশ্য

শরীয়তের পাশাপাশি তুরীক্বতের গবেষণা ও আলোচনা দিন দিন মানুষের মধ্য থেকে উঠে যাচ্ছে। এই অবস্থা এতই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে আলেম সমাজও তুরীক্বত-তাছাউফ বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে শরীয়তের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সমাজে মানুষ সত্যিকার ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূরনবী ﷺ এর ফয়েয ও বরকতে ও আমাদের প্রাণের মামদূহ, আল্লাহর মাহবুব, তাজিদার-ই-বাংলা, নকশা-ই-নবী, সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ ﷺ এর নেগাহ ও করমে 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করা হচ্ছে।

## সম্পাদকের বানী

দাদা হুজুর কিবলাহ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাহিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর ফয়েয ও বরকত ও হুজুর কিবলাহ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী (মাঃজিঃআঃ) এর নেক নজরের বরকতে তাদরীসের দশম সংখ্যা প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এবারও ইনশাআল্লাহ একটি নতুন সংযোজন হতে যাচ্ছে। তা হল "ইয়ুনুল হিকায়াত" নামক গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ। আশা করছি বরাবরের মত এবারও এই নতুনত্ব পাঠকদের ভালো লাগবে। তরীক্বতের স্বাদ বৃদ্ধি পাবে। তাদরীসের মাধ্যমে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র সাথে নিসবত আরও বৃদ্ধি পাবে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র, ওয়াজিহ'র রাসূলের ও হুজুর কিবলাহ'র তাওজ্জুহ, ফয়েয ও বরকত নসীব করেন।

আমীন!!!

-ওয়াসসালাম-

# مفتح المفاتيح من التفسير الوجيح

## ব্রাহ্মী-ই-ওয়াজীহ (৩)

ওস্তাযুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীকত, শামসুল আইম্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা শায়খ  
সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃআঃ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ দ্বারা আল্লাহ পাক যেমন হামদ শুকুর ও শান মান গুনগান  
প্রশংসা পাওয়া যায় তেমনি ভাবে আমাদের সাইয়েদ আমাদের নবী রহমাতুল্লিল  
আলামিনেরও শান ও মান, ইজ্জত, মারেফত, গুন গান মানা সিফাত প্রশংসার  
প্রক্রিয়া বহুগুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করা যায়। যেমনঃ

- ◆ আল্লাহ পাক হলেন বিশ্ব প্রতিপালক রব নবীজি হলেন বিশ্বের একমাত্র  
রহমত।
- ◆ আল্লাহর শানে رب العالمين বলা হয়েছে। নবীজির শানে رحمة للمالين  
বলা হয়েছে।
- ◆ আল্লাহ পাকের রুবুবিয়াতের আওতা অসীম। নবীজির নবুয়তের  
(রহমতের) ক্ষমতাও অসীম।
- ◆ আল্লাহর প্রশংসার শেষ নাই। নবীজির প্রশংসার শেষ নাই।
- ◆ আল্লাহ কাল যুগ সময়ের উর্ধে। নবীজি যুগ কাল সময়ের উর্ধে।
- ◆ আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা। নবীজির জন্য সব সম্মান।
- ◆ আল্লাহ বিশ্বের সব কিছুর সাথে যেমন জড়িত। নবীজিও বিশ্বের সব কিছুর  
সাথে তেমনি জড়িত।
- ◆ সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ আছেন, ছিলেন, থাকবেন। নবীজি বিশ্বে আছেন,  
ছিলেন, থাকবেন।
- ◆ আল্লাহ বিশ্বের মালিক দাতা
- ◆ নবীজি বিশ্বের নবী বন্টনকারী
- ◆ আল্লাহ নবীজিকে যে রূপে ভালোবাসেন, নবীজিও আল্লাহকে সে রূপে  
ভালোবাসেন।
- ◆ আল্লাহর জন্ম মৃত্যু নাই (শরীয়ত)
- ◆ নবীজির জন্ম মৃত্যু নাই (মা'রেফত)
- ◆ ওয়াজীহর জন্ম মৃত্যু নাই (তরীকত/হাকীকত)

- ◆ বিশ্বের যত কাল, যত স্থানে আল্লাহ রব আছেন, বিশ্বের তত কাল তত স্থানে নবীজি রহমত থাকবেন।
- ◆ আল্লাহর সাথে নবীজি একাকার, নবীজির সাথে আল্লাহ একাকার। ওয়াজীহর সাথে আল্লাহ নবীজি একাকার।
- ◆ নবীজি রহমত হিসেবে হাজির
- ◆ নবীজি হাজির হিসেবে নাজির
- ◆ নবীজি নাজির হিসেবে দাতা
- ◆ নবীজি দাতা হিসেবে নিয়ামত
- ◆ নবীজি নিয়ামত হিসেবে আমানত
- ◆ নবীজি আমানত হিসেবে আজমত
- ◆ নবীজি আমানত হিসেবে উপহার
- ◆ নবীজি উপহার হিসেবে শেকা
- ◆ নবীজি শেকা হিসেবে হাদী
- ◆ নবীজি হাদী হিসেবে নূর

এই আকীদা পোষন-ই ঈমান। এর পরই মানুষকে কর্ম জীবন শুরু। তা আবার নবীজির ফর্মুলা অনুযায়ী। ফরজ তরককারী কাফের জাহান্নামী আল্লাহর গোপন রহস্যের খবর নবীজির কাছে অর্থাৎ আল্লাহর গুপ্ত ভেদ গোপনীয় খাজানিখানার চাবিওয়ালা হলেন একমাত্র আমাদের নবী হুজুর পাক (যাল্লাল্লাহু জালালুগু ওয়া যাল্লাহু)। থাঁকে আবার কাসেম হিসাব লকব দেয়ার কারণে তিনি ইচ্ছা করলে নবীজির সহযোগীতার জন্য মনোনীত করতে পারেন। এই অনুমতি আল্লাহ দান করেছেন। তাই তিনি উম্মতের মধ্যে যাদের গুপ্ত রহস্যের ঘরের চাবি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব (কেবল) হস্তান্তর করেছেন।

যেমনঃ

১. হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)
২. হযরত ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)
৩. হযরত ইমাম হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)
৪. হযরত ইমাম হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)
৫. হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)
৬. হযরত ওমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)
৭. হযরত ওসমান গণি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)
৮. হযরত সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

৯. হযরত খাদিজা (রাঃ) (রাঃ)
১০. হযরত আয়শা (রাঃ) (রাঃ)
১১. হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) (রাঃ)
১২. হযরত আমির হামযা (রাঃ) (রাঃ)
১৩. হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) (রাঃ)
১৪. হযরত জাবের (রাঃ) (রাঃ)
১৫. হযরত জয়নব (রাঃ) (রাঃ)

উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে সর্বকালে, সর্বযুগে, সর্বশ্রেষ্ঠ নবীজির নমুনা নকশা-ই-নবী, মোজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, সাইয়েদুল আউলিয়া, ইমামুল আউলিয়া, সায্যিদুল আরিফীন, শামছুল আরেফীন, সায্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাহ্মিয়াল্লাহু আনহু)।

العالمين جمع كثير۔ الحمد لله এর মধ্যে العالمين শব্দটি আম। হইয়াছে। ইহা رب এর مضاف اليه। রব ও العالمين এর নেসবত লাগবে। সোজা কথা সৃষ্টি সৃষ্টির খালা এখানে। সৃষ্টি সসীম আর আল্লাহ অসীম।

অসীম আল্লাহ পাক একসাথে, হাজার আলম ও হাজারো আলমের কোটি কোটি মাখলুকের ভরন-পোষন, দেখা শোনা, নিরাপত্তা জীবনের সবকিছু তদারকী করার ক্ষমতা রাখেন। এতে আল্লাহর সামান্যও চিন্তা করতে হয় না। না লাগে কারো সযোগীতা। না করতে হয় কারো তোয়াক্কা। না করেন কারো উপর নির্ভরশীলতা না হন কারো মুখাপেক্ষী। কারো কাছে তিনি মোহতাজ নন। সৃষ্টির সবই ফকীর তিনিই একমাত্র মহা ধনী। সৃষ্টির অভাব আছে তার কোন অভাব নেই। তিনি কাউকে ভয় করেন না। কোন প্রানী, বস্তু জগৎ ধ্বংস করতে একটুও চিন্তা পেরেশানী হয় না। ধ্বংসের পরও তাকে পেরেশানীতে ফেলতে পারে না।

العالمين শব্দটি عَالَمٌ এর বহু বচন। এর আভিধানিক অর্থ চিন্হ স্থান জায়গা জগত বঝানো হয়।

একজন আর্কিটেকচার, আর্টিস্ট, মূল তৈরীকৃত মডেলচিত্র কে علم বলে। আল্লাহ থাক যে العلم এর ব্যপ্যকার সমূহ العلمটি তাত্বিকীক করলে পাওয়া যায়।

আল্লাহ হলেঞ্জগত সমূহের রূপকার ও স্রষ্টা ইহা العالمين এর ইশারাতুন নস দ্বারা প্রমাণ।

العالمين এর মধ্যে ইবারাতুন নস হিসেবে জগত সমূহ কার তৈরী প্রশ্ন করলে, সবাই আল্লাহর কথা বলতে বাধ্য বিধায় ইহ আদালায়েলুন নস দ্বারা প্রমাণ। رب العالمين

সৃষ্টির তৈরী সৃষ্টিই নয় বরং সৃষ্টির তত্ত্বাবধানে জগত সমূহ সংরক্ষিত চিরকাল তার ইচ্ছাধীনে জগতের সবকিছু বিধায় العالمين এর ইকতেযাউনুস হিসেবে সাব্যস্ত।  
العالمين শব্দটি যে ভাবেই বলা হউক না কেন সর্ব অবস্থায়ই আল্লাহর সাথে একাকার ও গভীর সম্পর্কযুক্ত বিধায় তার একত্ববাদের কথা প্রমাণ পাওয়া যায়।

الحمد لله رب العالمين

رب العالمين এর মধ্যে حمد যেমন আল্লাহর সাথে জড়িত তেমনি ভাবে العالمين এর মধ্যে العالمين এর সাথে رب এর সম্পর্কে নিহিত।

رب ছাড়া العالمين এর কোন অস্তিত্ব নাই তেমনি العالمين ছাড়া رب এর কোন অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। رب যেমন العالمين দিয়ে প্রকাশ পায় তেমনি ভাবে رب দিয়ে প্রকাশ পায়।

رب ও العالمين এর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক العالمين এর সকলেই যেমন رب এর পরিচয়ে বেঁচে আছে তেমনি رب ও العالمين এর সকলের ইবাদত সাধনে ও গুনগানের মধ্যে চিরস্থায়ী চিরজীবী হয়ে আছেন, থাকবেন।

সৃষ্টির আগমন প্রস্থান জন্ম মৃত্যু আছে আসা যাওয়া কাল সময় যুগ আছে এই জন্য কেউ আসে চলে যায় আবার কেউ আসে আবার কেউ আসার অপেক্ষায় কেউ চলে গেছে কেউ চলে যাওয়ার অপেক্ষায় সৃষ্টিজীব ও العالمين হলো رب নিয়ন্ত্রনাধীন। সময়ের সাথে সৃষ্টি জড়িত।

رب এর কাজ ও গুনগান এর অস্তিত্ব চলছে তো চলছেই- বন্ধ হয়না আবার আগেই رب এর কাজ করেছে কেউ জগতে এই নিয়ম চিরস্থায়ী। তাই رب হলো العالمين এর মধ্যেই চিরস্থায়ী ও চিরজীব। সৃষ্টির মধ্যে থাকেন আছেন থাকবেন।

العالمين শব্দটি আম। কিন্তু এর রহস্য ও رب এর গোপন কথা ও গোপন রহস্যের ভেদ বুঝার ক্ষমতা العالمين এর নাই।

আল্লাহ হলেন رب। العالمين ও العالمين এর মধ্যে আছে যত সব, তারেই ডাকে সুর হন্দে আকেই জিকির সালাত তাছবীহ, সানা বলে সবই তো رب এরই হামদ।

আবার প্রেম সাধনা বন্দনা জুহুদ সবার ছাত্তর বহু পদবী দিয়েছেন عبد প্রতিটি ক্ষেত্রেই আবদ মা'বুদ সুসম্পর্ক আছে জড়িত সব।

العالمين জগত সমূহ এর মধ্যে جميع শব্দটি অনর্নিহিত রয়েছে অর্থাৎ العالمين – جميع এর মধ্যে জগত বহু ধরনের।

(১) অনেক আছে শরীয়ত (২) অনেক আছে মারেফত (৩) অনেক আছে তরীকত (৪) অনেক আছে দৃশ্যমান (৫) অনেক আছে অদৃশ্যমান (৬) অনেক আছে আল্লাহর

ইলমে পরিকল্পনায় (৭) অনেক ছিল যা এখন নাই (৮) অনেক আলম তৈরীর পথে ইত্যাদি।

আবার কোটি কোটি আলম আছে থাকবে ছিলো আবার আলমের স্র রয়েছে প্রাণীদের কাল সময় স্থান পরিবর্তনের কারণে যেমনঃ একজন মানুষ এর আলমের ধরন, যেমন (১) একজন মানুষের আত্মা ছিলো একজায়গায় আলমে আরওয়াহ (২) মানুষের বডি শরীর তৈরী করা হয় চার আলমের বস্তু হতে যেমনঃ ১) মাটির নির্যাস হতে ২) পানির নির্যাস হতে ৩) বাতাসের নির্যাস হতে ৪) আগুনের নির্যাস হতে। প্রত্যেকটি আলম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আবার বডি আত্মা একত্রে আসল আলমে নাছুত জর জগতে। এখানে স্থান কাল পাত্র যুগ সময় এর সাথে কিছু কাল অতিবাহিত হওয়ার পর এখান থেকে চলে যেতে হবে। অন্য জগতে বা কবর জগতে যাকে আলমে বরযখ বলা হয়। উহার পর আবার আলমে হাশর আলমে মিয়ান আলমে সিরাত এর আগে। আবার বলা হয় আলমে ইল্লিন আলমে সিজ্জিন ইত্যাদি। তারপর কিয়ামত। ইহা আলমে হালাক বলা হয়।

সব কিছুই رب ও العالمين এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য একইভাবে মানুষের শেষ বা রবের শেষ প্রান্স কোথায় গিয়ে দড়ায় তা একমাত্র রবই জানেন।

পরিশেষে আলমে নাজাত বা আলমে আজাব হবে তাও মানুষ ও رب এর সম্পর্কের কারণে। এই ছাড়া আলমে সামা আলমে জমিন আলমে লওহে মাহফুজ আলমে নাজমুন ও আল কাওয়াকেব। আলমে মালাইক আলমে জীন আলমে হায়ওয়ানাৎ আলমে বাহার আলমে নাহার আলমে কজিবাল আলমে মুহাব্বত, আলমে এই ভাবে ৮০০০০ আলমের কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই ছাড়া এই সংখ্যা লক্ষ কোটিতে ধরা যায়।

আমরা মানুষ আমাদের জ্ঞান সীমিত। আকল সীমিত। আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী তো আল্লাহর রহস্য ও তার রবুবিয়াতের রহস্য উৎঘাটন করতে পারি না। করা ঠিক না। এই জন্য যারা মহা জ্ঞানী ও জ্ঞানের সাগর তাদের নিকট জানে চাওয়া হলে তারাও তো অপারগতার কথা বলছে অথচ আমার মত না-লায়েক না-খান্দা গোনাহগার আল্লাহ নবী ওয়াজীহর ভেদ বুঝবো কেমনে। আমার তো কাজ এটা নয়। শুধু হল আমরা তাদের গড়া নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করা তাদের গোলামী করা। যতটুকু তারা আমাদেরকে দয়া করে দান করেন ততটুকু পেতে পারি আমাদের তো এমনটি ছাড়া কোন রাস্তা নাই।

رب শব্দটি مربي - تربية - الرباننش - الربائيون - ربوبية ইত্যাদি শব্দ রূপে উল্লেখ আছে।

رب অর্থ - খালিক

عبد/عابد - رب অর্থ

الله / اله - অর্থ رب  
 الراسخون - অর্থ رب  
 فاعل - অর্থ رب  
 حائل - অর্থ رب  
 ناصر - অর্থ رب  
 مدرس - অর্থ رب  
 معلم - অর্থ رب  
 قار - অর্থ رب  
 مؤدب - অর্থ رب

خالق - অর্থ رب  
 رازق - অর্থ رب  
 مانع - অর্থ رب  
 امر - অর্থ رب  
 نهی - অর্থ رب  
 بالم - অর্থ رب  
 عافل - অর্থ رب  
 کریم - অর্থ رب

الحمد لله رب العالمين : সমস্ত প্রশংসাকারী আমাদের সাহায্যেদ হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে ৮০০০০ হাজার আলম ও তার সমুদয় সৃষ্টি জীবের প্রতিপালকের জন্যই যাবতীয় প্রশংসা পেশ করা হলো।

الرحمان الرحيم : যিনি ৮০০০০ হাজার আলম ও সমুদয় মাখলুকের জন্য রুহুবিয়াতের কারণে অতি দয়াবান ও অতি মেহেরবান।

مالك يوم الدين : যিনি হাশরের দিবসে নবীজির সাথে সৌজন্য মিলন মেলায় একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর কৃতিত্বের অধিনেই সবাই মস্ক অবনতকারী হিসেবে উপস্থিত হতে বাধ্য।

ايك نعبد : নবীজি তাহার উম্মতের মোহাদ্দীকে একত্রে নিয়ে আল্লাহর ভাষার সাথে একমত হয়ে এরশাদ করেন- 'হে ৮০০০০ হাজার আলম ও সমুদয় সৃষ্টির প্রতিপালনকারী! খেলাফতের দায়িত্ব পালন করছি তাই আমরা তো তোমার দেয়া দায়িত্ব পালন করে তোমারই পরিচয় বহন করছি। তোমার দেয়া চাকুরী করছি। শ্রম দিচ্ছি তোমার কাজে।

وايك نستعين : সুতরাং তোমার কাজের জন্য তোমার পরিচয় বহন করার কারণে তোমার দেয়া দায়িত্ব পালনে ও তোমার খেলাফতের ভূমিকা পালনে তোমার কাছে সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

اهدنا الصراط المستقيم : কাজেই আমাদের উপর কঠিন বোঝা না চাপিয়ে আমাদের আপনার খেলাফতের কর্মসূচী পালনে সহজ পন্থা সরল রাস্তা আদর্শ ভিত্তিক কর্মসংস্থানের হেদায়েতের সোজা পথে পরিচালনা করুন। যাকে صراط المستقيم। ইহা ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহর রাস্তায় মোহাম্মাদী ফরমূলায় ও ওয়াজীহর আদর্শ বাদে আপনার পছন্দকৃত সঠিক নিরেট ভেজালমুক্ত (বক্র পথ নয়)

এমন পথের লাইসেন্স/ ভিসা রোড পারমিট অঙ্কিত নকশা অনুযায়ী পরিচালনা করুন।

صراط الذين العمّت عليهم : আপনার সহজ সরল পথ নবীজির প্রদর্শিত রাস্তায় যারা চলার পারমিশন লাভ করে মোনজেলে মকসুদে আপনার দীদার লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে রিদ্দায়ে মাওলা, রিদ্দায়ে নবী, রিদ্দায়ে মোরশেদ পুরাপুরি হাসিল করতে সক্ষম হচ্ছে যেমন আওলিয়া আজকিয়া আতফিয়া ছালেহীন ছেদকীন শুহাদা ছালেকীন আশেকীন জাকেরীন আসহাবে কেরাম মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহর অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদাভুক্ত অনুসারী ভক্ত ওলামা মাশায়েখ যারা আপনার পছন্দকৃত পছন্দনীয় পছা অবলম্বনে করে কামিয়াবী অর্জন করতে সক্ষম তাদের মত ওপথে আমাদেরকে চলে আপনার দীদারে ও নবীজির দীদারের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিন।

عير المغضوب عليهم : তাদের পথে যারা আপনার নাফরমানিতে ডুবে আছে কাফির মোশরেক বেদ্বীন ইয়াযিদী নাসারা মুজসী, নাস্কি, ফাসেক, ফুজ্জার, ওয়াহী, খারেজী, শয়তানী, নমরোদী ও তাদের অনুসারী ভক্তবৃন্দ নাফরমান হয়ে বসে আছে তাদের মত ও পথে আমাদেরকে নিয়েন না, বরং তাদের সকল নোংরা পথগুলো ধ্বংস করে দিন।

ولا الضالين : না তাদের অনুসারী বানাও যারা পথ ভ্রষ্ট, পথ হারা সিদ্ধাছীনতার অভাব যারা জগতে আল্লাহ ও তার রাসূল ওয়ালীগণের পথে না হাটিয়া নিজেদের মনগড়া মতবাদে বিশ্বাসী তাদের পথে কখনো পরিচালিত করিয়েন না।

الرحمان শব্দটি সেফাতে মুশাব্বাহ। যার অর্থ দয়াবান মেহেরবান অতি করুণাময়। الرحمان শব্দটি اسم عام ইহা আল্লাহর গুণগত নামের অন্যতম, আল্লাহ পাক কে বান্দা ডাকার জন্য বান্দার কাছে আল্লাহ নিজেই ফরমূলা দিয়েছেন তিনি এরশাদ করেন-

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনি জানিয়ে দিন যে আমার বান্দারা যেন আমাকে "الله" "الأسماء" বলে ডাকে অথবা "رحمن" "رحمن" বলে ডাকে অথবা আমার "الله" এর যে কোন নামে ডাকে তাতেই আমি তার ডাকে সারা দিব। আমি বান্দার সাহারগ, জীবনী, ধমনীর এত কাছাকাছি থাকি যে, বান্দার কলবী আওয়াজ চোটে প্রকাশ পাওয়ার আগেই আমি বান্দার কাছে সাড়া দেই। হয়তো আমার বান্দা আমাকে পেয়েও দূরে হিসাব করে তাই এমনটি হয়।



আল্লাহ الرحمن নামে একটি অতি মূল্যবান সূরাও কোরআনে নাযিল করেন। যিনি সূরা আর রহমানের আমল করবে তার ইহকাল ও পরকালের সকল চিন্তা ভাবপূরা দায় দায়িত্ব আমার নিজ হস্বে করলাম।

الرحمن শব্দটি আম। ইহা الله পাকের বিশেষ এক গুনের কথা বলা হয়েছে। এখানে সৃষ্টির প্রতি সাধারণ ক্ষমা সাধারণ দয়া সাধারণ পরওয়ারেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। الرحمن শরীয়তের বিচার সকল সৃষ্টির জন্য দয়াবান আল্লাহ এতে ধর্মীয় বাধা নাই।

الرحمن শব্দটি আম। তাই আল্লাহর দয়া সর্বত্র সর্ব অবস্থায় সকলের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ হলেন দলমত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দয়াবান। এখানে দয়ার অসীমতার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ হলেন রহমান দুনিয়া। এই জন্য যে নবীজি হলেন রহমত। নবীজির শান মান এর দিকটা বিচার করে আল্লাহ হলে الرحمن الدنيا -তাই জগতে কখনো আল্লাহর গজব আসেনা। জগতে কখনো গজব আসবেও না।

আল্লাহ জগতের জন্য الرحمن হওয়ার কারণে ও নবীজি জগতে রহমত হওয়ার কারণে গজব না আসারই কারণ হিসেবে আমাদের মানসিক আকীদার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

যদি তাই না হতো তবে জগতে আল্লাহ কোন আল্লাহ রাসূল বিরোধিকে একলোকমা ও এক মুহূর্তও থাকতে দিতেন না।

যেহেতু আল্লাহ বিরোধীরা অনায়াশে চলছে খাচ্ছে ঘুমাচ্ছে, ভোগ করছে তাই প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ হলেন জগতের জন্য الرحمن আর নবীজি হলেন رحيم স্বরূপ।

রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)  
কুরআনের তাবে' নন বরং কুরআন রাসূল-  
ই-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
এর তাবে'। কুরআন রাসূল নয় বরং  
রাসূলই কুরআন।

সাহাবা-ই-কেরাম, তাবেরী, তাব' তাবেরী ও আউলিয়া কেরামের (রাহিয়াল্লাহু আনহুম) মোবারক  
জীবনের ঘটনাবলীর ঝলকের ওপর লিখিত কিতাব-

## টয়নুল হিকায়াত

মূলঃ ইমাম আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনুল জওয়ী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)

ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মাদী

হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস (রাহিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একবার সাইয়্যিদুনা  
ঈসা (আলাইহিস সালাম) অনেক লোকজন নিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে গেলেন। ওহি  
নাযিল হল "যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে গুনাহ্‌গার লোকজন উপস্থিত থাকবে ততক্ষণ  
বৃষ্টি বর্ষিত হবে না।" সুতরাং হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) ঘোষণা করেনঃ "তোমাদের  
মধ্যে যারা যারা গুনাহ্‌গার আছ তারা চলে যাও। যে কোন গুনাহ করেছ সে  
আমাদের সাথে থাকবে না।" এটা শুনে সকল লোকজন চলে গেল কিন্তু একজন  
এমন লোক বাকি থেকে গেল যার এক চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা  
(আলাইহিস সালাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি চলে গেলে না?" ঐ ব্যক্তি বললেনঃ  
"হে রহুল্লাহ (আলাইহিস সালাম)! আমি প্রতি মুহূর্ত আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) এর নাফরমানী  
করিনি। একবার অনিচ্ছায় এক আজনবী (অপরিচিত) মহিলার পায়ের দিকে আমার  
দৃষ্টি পড়ে গিয়েছিল। নিজের এই কাজের জন্য আমি খুব লজ্জিত হলাম এবং আমার  
এক চোখ তুলে ফেলি। আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) ঐর কসম! যদি আমার অন্য চোখ  
এই ভুল করত তাও তুলে ফেলতাম।" এই কথা শুনে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)  
কাঁদতে লাগলেন এবং এতটাই কাঁদলেন তাঁর মোবারক দাড়ি ভিজে গেল। অতঃপর  
ঐ ব্যক্তিকে বললেনঃ "তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর। আমার নিসবত (সম্পর্ক)  
তো দোয়া করার জন্য বেশি হকদার কারণ আমি তো নবুয়তের কারণে গুনাহ থেকে  
মা'সুম (নিষ্পাপ) আর তুমি মা'সুম (নিষ্পাপ) ও নও, তারপরও সারা জীবন গুনাহ  
থেকে বেঁচে ছিলে।" অতঃপর ঐ ব্যক্তি সামনে গেলেন এবং নিজের হাত তুলে  
দিলেন। এবং কিছুটা এইভাবে আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন- "হে আমাদের  
পরওয়ারদেগার (আযযা ওয়া জাল্লা)! তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ। এবং তুমি আমাদের  
সৃষ্টির পূর্বেই জানতে যে আমরা কি আমল করব। তবুও তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ।  
যখন তুমি সৃষ্টি করে ফেলেছ তখন তুমিই আমাদের রিযিকের জামিনদার। হে  
আমাদের পাক পরওয়ারদেগার (আযযা ওয়া জাল্লা)! আমাদের রহমতের বৃষ্টি দান  
করুন।" ঐ পাক পরওয়ারদেগার (আযযা ওয়া জাল্লা) এর কসম যার কুদরতের কজায়  
ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জান। এখনও ঐ ব্যক্তি দোয়া শেষও করতে পারেনি, এমন  
বর্ষন শুরু হল যেন আসমান ফেটে গেল এবং তার দোয়ার বরকতে সব জলপূর্ণ হয়ে  
গেল।

## শান-ই-রিসালাত

রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শান-মান

রসূল-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর শান, মান, ইজ্জত বর্ণনা করা হল ঈমান। রাসূলের সম্মান করাই হল ইসলাম। কলেমা, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত এসবই পরিপূর্ণ হবে যদি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর শান ও মান, যিকির-ফিকির তাতে থাকে। অন্যথায় সবকিছু থাকলেও তাতে কোন ফায়দা হবে না। মনে রাখবেন! যে যত বড় জ্ঞানী গুণী বা আলেমই হোক না কেন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর তাযীম (সম্মান) না থাকলে সে শুধুমাত্র শয়তানেরই অনুসারী মাত্র।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখতে চাই- নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর মোবারক বয়ান করা কালে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসের অনেক দলিল প্রমাণ দেয়া সম্ভব এবং অনেকে দেনও। কিন্তু কেউ রাসূলের শান ও মানের পক্ষে কেউ বা বিপক্ষে। মনে রাখবেন কুরআন দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর শান প্রমাণ করা যথেষ্ট নয়। এখন এমন দল আছেন যারা কুরআনের দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর শান মান প্রমাণ করেন এই ভাবে যে যা কুরআনে আছে তা দিয়েই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শান সীমিত যার কথা কুরআন বলেনি তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর শান নয়। বরং তা বলা যাবে না। যেমন কেউ বলে মীলাদের মাধ্যমে নবীর সম্মান করতে চাও মীলাদ পড়ার দলিল কুরআনে কোথায় আছে? এই ধারণা শুধু ভুলই নয় বরং সাহাবায়ে কেরামের আকীদা ও কাজকর্মেরও বিরোধী। সাহাবায়ে কেরাম তাযীমের জন্য কুরআনের জন্য বসে থাকতেন না। বরং সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য কার্যাবলীর দলিল কুরআনে নেই কিন্তু তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর ভালোবাসার অনন্য নিদর্শন হয়ে আছে। যেমন কেউ বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালোবাসতে হবে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালোবাসতে হবে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর মত কেননা সেই দলিল আমাদের কাছে হাদীসের কিতাব ও সিরাতের কিতাবে আছে। আমার প্রশ্ন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই দলিল কোন হাদীসের কিতাব বা সিরাতের কিতাব থেকে পেলেন? কোথাও থেকে নয় বরং তার মহব্বতের দরিয়া থেকে পেয়েছেন।

যারা বলেন নবীর সম্মান ও ভালোবাসা কুরআন থেকে দলিল নিয়ে করতে হবে তাদের প্রতি জিজ্ঞাসা-

\* কুরআন আল্লাহর বানী। আল্লাহর বানী পরিপূর্ণ বুঝার ক্ষমতা কি আপনার আছে? আপনি কিভাবে শিওর হলেন যে যেখানে আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) ঐর শান পাননি আল্লাহ সেখানে তা বলেননি? আপনি কি পরিপূর্ণ কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝেন? তাহলে সেখান থেকে বা সেই আয়াত থেকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর শান মান আপনি বাদ দেন কিভাবে?

\* মনে রাখবেন! কুরআন দ্বারা নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিচয় নয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলালিহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারা কুরআনের পরিচয় হয়েছে।

একটি প্রশ্নঃ তাহলে কুরআনে হাদীসের চর্চা ও দলিল দেয়া বন্ধ করে দেব? না একদমই নয়। কুরআন হাদীসের দলিল দেবেন তাদের জন্য যাদের শেখাতে হবে। যারা ছাত্র। যারা নবীজির শান ও মান মানেন না। যারা নবীজির শানের জন্য কথায় কথায় দলিল খোজেন তাদের। উসূল (মূলনীতি) হল নবীজির শান মান বর্ণনা করার জন্য দলিল খোজা অনুচিত বরং হারাম। এই অর্থে যে দলিল থাকলে শান আছে দলিল না থাকলে শান নেই। আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছে তাই তো আমরা বুঝি না আর যেই সকল শান ও মান আল্লাহ প্রকাশ করেননি তা কি বুঝব। সেই একটুখানি এলেমের আবার কত বড়াই। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। কত বড় আলেম হলাম কত দলিল দিতে পারলাম তা না ভেবে বরং ভাবুন আর নিজেকে জিজ্ঞেস করুন সত্যিই কি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্মান করি বা আদৌ করতে পেরেছি?

ইশকে নবীতে যে গিয়াছে মজিয়া

দলিল তাহার মনে যায় খুলিয়া

দাদা হুজুর কিবলাহ সাইয়েদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ  
ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঐর পবিত্র জবান  
মোবারকে বর্ণিত হাদীস শরীফ-

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

- 'আনা মিসকীন উহিব্বুল মাসাকীন'

আয় আল্লাহ! আমি মিসকীন, আমি মিসকিনদের

ভালবাসি।

----- ইলমে শরীয়ত -----

## এখনো উম্মতের স্যাথে রাসূলে আকরাম ﴿ﷺ﴾ ঐর সয়াসারি সম্পর্ক

একথা পরিস্কার এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য যে রাসূলে পাক ﴿ﷺ﴾ ঐর হায়াতে যাহেরী ও ওফাত পরবর্তী জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রাসূলে পাক ﴿ﷺ﴾ তাঁর হায়াত মোবারকের সাথে যেমনটি ছিলেন আজও তেমনই আছেন। তাতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এ বিষয়টি পরিস্কার থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। এটি রাসূলে পাক ﴿ﷺ﴾ সম্পর্কে আকীদা ও প্রেমের সাথে সম্পর্কিত।

রাসূলে পাক ﴿ﷺ﴾ ঐর সাথে উম্মতের যে এখনো সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান তা প্রমাণ করার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই রিসালাতে তিনটি স্তর দেখানো হয়েছে যাতে পরিস্কার হয়ে যায় যে উম্মতের সাথে এখনো হযুর ﴿ﷺ﴾ ঐর সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান যা তাঁর ﴿ﷺ﴾ হায়াতে মোবারকে সাহাবায়ে কেরামের সাথে ছিল।

### ১. উম্মতের স্যাথে রাসূলে ﴿ﷺ﴾ ঐর সয়াসারি সম্পর্ক কতরো:

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, হযুর পুরনূর ﴿ﷺ﴾ ঐর সাথে উম্মতের সম্পর্ক এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। এরই একটি পর্যায় হল কবর। যখন বান্দাকে মৃত্যুর পর কবরে দাফন করা হয় তখন বান্দাকে হযুর পাক ﴿ﷺ﴾ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। যদি হযুরকে চিনতে পারে তখন তাকে নাযাতের ব্যবস্থা করা হয় আর না চিনলে দোযখে ফেলা হয়। এ সম্পর্কে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رحمہ اللہ বলেন:

فَيُوقَظُ كَالْتَّائِمِ فَيَقُولَانِ مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অতঃপর তারা (মুনকার নকীর) মৃত ব্যক্তিকে ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন: হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﴿ﷺ﴾ সম্পর্কে তোমার মত কি? <sup>১</sup>

রাসূলে পাক ﴿ﷺ﴾ যে কবরে তাশরীফ আনবেন, সে সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>১</sup> ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, দাকায়েকুল হাকায়েক, বাবু ফি যিকরি জাওয়াবি সুওয়ালি মুনকার ওয়া নাকির ফিল কাবরি

وَسَلَّمَ: فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ - أَوْ الْمُنَافِقُ - فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيَقَالُ: لَا ذَرِيَّةَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صِيحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ

হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম রাউফুর রাহীম ﷺ এরশাদ করেছেনঃ বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পেছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায়, তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এমন সময় তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে দেন। তৎপর তারা প্রশ্ন করেন, “এই যে মুহাম্মদ ﷺ”, তাঁর সম্পর্কে তুমি (দুনিয়াতে) কি বলতে? তখন সে বলবে, আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও, যার পরিবর্তে আল্লাহ পাক তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারিত করেছেন। নবীয়ে আকরাম ﷺ বলেনঃ তখন সে দু'টি স্থান একই সময় দেখতে পাবে। আর যারা কাফির বা মুনাফিক, তারা বলবে, আমি জানি না। তবে অন্য লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছ না তিলাওয়াত করে শিখেছ। এরপর তার দু'কানের মধ্যবর্তী স্থানে লোহার মুণ্ডর দিয়ে এমন জোরে আঘাত করা হবে, এতে সে চিৎকার করে উঠবে, মানুষ ও জ্বীন ব্যাতিত তার আশেপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।<sup>২</sup>

- ১) বুখারী, সহীহ, কিতাবুল জানাইয, النعال، باب الميت يسمع خفق النعال، ২/৯০, হাদীসঃ ১৩৩৮
- ২) মুসলিম, সহীহ, কিতাবুল জালাতি ওয়া সিকাতি নায়িমিহা ওয়া আহলুহা، باب عرض مقعد الميت من الجنة، ৪/২২০০, হাদীসঃ ২৮৭০
- ৩) আবু দাউদ, সুনান, কিতাবুস সুন্নাহ, المسألة في القبر و عذاب القبر، ৪/২৩৮, হাদীসঃ ৪৭৫১
- ৪) তিরমিযী, সুনান, আবওয়াবুল জানাইয, باب ما جاء في عذاب القبر، ৩/৩৭৫, হাদীসঃ ১০৭১
- ৫) নাসায়ী, সুনান, কিতাবুল জানাইয, باب مسألة في القبر، ৪/৯৭, হাদীসঃ ২০৫০
- ৬) আবদুর রায়যাক, মুসান্নাফ, ৩/৫৬৭, হাদীসঃ ৬৭০৩
- ৭) আবদুর রায়যাক, মুসান্নাফ, ৩/৫৮৫, হাদীসঃ ৬৭৪৪
- ৮) আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ১৯/২৮৯, হাদীসঃ ১২২৭০
- ৯) ইবনে আবী আহেম, আস সুন্নাহ, ২/৪১৫-৪১৬, হাদীসঃ ৮৬৩-৮৬৪
- ১০) বাযযার, মুসনাদ, ১৩/৩৭৭, হাদীসঃ ৭০৪৬
- ১১) নাসায়ী, সুনানুল কবরা, ২/৪৭২, হাদীসঃ ২১৮৮
- ১২) ইবনে হিব্বান, সহীহ, ৭/৩৮৬, হাদীসঃ ৩১১৭

এখানে রাসূলে কারীম ﷺ এর সাথে উম্মতের সম্পর্ক কবরে বলা হলেও সম্পর্কটি সরাসরি। খোদ রাসূলে পাক ﷺ সামনে তাশরীফ রাখবেন আর তাঁকে দেখিয়ে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করবেন যে তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বলতে। যেমন উপরে উল্লেখিত হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে-

مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থঃ এই যে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে তুমি কি বলতে?

এখানে হযুর ﷺ এর অবস্থান বোঝাতে হَذَا (হাযা) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী هَذَا (হাযা) শব্দটি اسم إشارة (ইসমে ইশারা)। আরবীতে هَذَا (হাযা) শব্দটি ব্যবহৃত হয় কাছের (قريب) এবং উপস্থিত (حاضر) কোন কিছুর জন্য।

এই হাদীস শরীফে হযুর ﷺ এর জন্য هَذَا (হাযা) শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা বোঝা যায় হযুর ﷺ কবরে উপস্থিত হবেন।

দেখুন! উম্মতের সাথে হযুর ﷺ এর সম্পর্ক কবরেও বিদ্যমান হযুর ﷺ এর খোদ উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমেই প্রমানিত হয় আমাদের সাথে রাসূলে কারীম, রাউফুর রাহীম ﷺ এর সম্পর্ক এখনো শেষ হয়ে যায়নি বরং সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে রাসূল ﷺ কে দেখে দেখে কলেমা পাঠ করতেন আমরাও নেককার হলে হযুর ﷺ কে দেখে দেখে বলতে পারব اَشْهَدُ اَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (আশহাদু আল্লাহ আবদুল্লাহি ওয়া রাসূলুহ) অর্থাৎ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল”। আর কাফিররা যেমন হযুর ﷺ দেখেও চিনতে পারেনি হযুর ﷺ এর উপর ঈমান আনেনি তেমনি বদকার লোকেরা যারা সারা জীবন হযুর ﷺ এর নাফরমানি করেছে তারাও হযুর ﷺ কে দেখে বলবে - لَا اَدْرِی (লা আদরী) “আমি জানি না”।

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে হযুর ﷺ কে দেখে তাঁকে চিনে দেখে কবরে শাহাদাত পাঠ করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

১৩) তাবরানী, আল মু'জামুল আওসাত, ৭/১১৮, হাদীসঃ ৭০২৫

১৪) ইবনে মুনদাহ, আল ঈমান, ২/৯৬৬, হাদীসঃ ১০৬৬

১৫) আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/৭৯

১৬) বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ৪/১৩৪, হাদীসঃ ৭২১৭

১৭) বাগবী, শরহুস সুন্নাহ, ৫/৪১৫, হাদীসঃ ১৫২২

১৮) হায়সমী, মাওরিদুয যামান, ১/১৯৭, হাদীসঃ ৭৮০

২. উম্মতের সাথে রাসূল ﷺ এর সম্পর্ক স্বপ্নের মাধ্যমে:  
 রাসূলে আকরাম নূরে মুজাসসাম হাবীবে কিবরিয়া হযুর পুরনূর ﷺ এর সাথে তাঁর উম্মতের সম্পর্ক এখনও বিদ্যমান। তার আরও একটি মাধ্যম হল স্বপ্ন। স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলে পাক ﷺ এর সাথে উম্মতের মধ্যে উচ্চ মকাম প্রাপ্ত হস্তিগণ এখনও সম্পর্ক রেখে যাচ্ছেন। তারা স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ সাথে সাক্ষাৎ লাভ করছেন এবং তাঁর থেকে ফয়েয ও রহমত লাভ করছেন। আর রাসূল রাসূলে কারীম ﷺ খোদ এরশাদ করেছেন যে রাসূলে পাক ﷺ কে দেখল সে অবশ্যই রাসূল ﷺ কেই দেখল।  
 যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخِيلُ بِي

হযরত আনাস ৷ থেকে বর্ণিত, রাসূলে মুকাররম ﷺ এরশাদ করেন- যে আমাকে স্বপ্নে দেখল সে আমাকেই দেখল। শয়তান আমার আকৃতি ধারন করতে পারে না।<sup>১</sup>

এই হাদীস শরীফে রাসূলে পাক ﷺ পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসূলে পাক ﷺ কে দেখল সে যেন রাসূল ﷺ কেই দেখল। অর্থাৎ রাসূলে পাক ﷺ যেমন সাহাবীদের মাঝে ছিলেন, যে অবস্থায় ছিলেন, যে ভাবে ছিলেন, এখনও (যদিও তা স্বপ্নের মাধ্যমে) তেমনই সম্পর্ক রাসূলে পাক ﷺ উম্মতের সাথে রেখে যাচ্ছেন। এমন নয় যে, (মা'আযাল্লাহ) রাসূলে পাক ﷺ এর সম্পর্ক সাহাবায়ে কেরামের সাথে যেমন ছিল এখন তেমন নেই। বরং তিনি ﷺ তাঁর হায়াতে তৈয়বাতে যেমন সম্পর্ক উম্মতের সাথে সেই সময়ে রেখেছিলেন এখনও

১) বুখারী, সহীহ, কিতাবুত তা'বীর, المنام, صلى الله عليه وسلم في المنام, باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام, ৯/৩৩, হাদীস: ৬৯৯৪

২) মুসলিম, সহীহ, কিতাবুর র'ইয়া, المنام, رَأَى فِي الْمَنَامِ، رَأَى، رَأَى، ৪/১৭৭৫, হাদীস: ২২৬৬

৩) তিরমিযী, সুনান, আবওয়াবুর র'ইয়া, مَنْ، رَأَى فِي الْمَنَامِ، رَأَى، ৪/৫৩৫, হাদীস: ২২৭৬

৪) ইবনে মাজাহ, সুনান, কিতাবুত তা'বীর, ر'ইয়া, رَأَى فِي الْمَنَامِ، رَأَى، ২/১২৮৪, হাদীস: ৩৯০১

৫) ইবনে আবী শায়বা, মুসননাফ, ৬/১৭৪, হাদীস: ৩০৪৬৬

৬) আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ৭/২৪৯, হাদীস: ৪১৯৩



সেই সম্পর্ক উন্মত্তের সাথে রেখে যাচ্ছেন। পার্থক্য শুধু এখানে যে, সেই সময় রাসূলে পাক ﴿٥٥﴾ কে সকলেই দেখতে পারত। সাহাবায়ে কেবাম সহ কাফের, মুশরিক সকলেই রাসূল ﴿٥٥﴾ কে দেখতে পারত। এখন যারা সেই মর্যাদার অধিকারী, রাসূলে পাক ﴿٥٥﴾ প্রেমিক, হুসনে মুস্তফা ﴿٥٥﴾ এর পিপাসু, তারাই তাঁকে দেখতে পারেন।

৩. উন্মত্তের সাথে রাসূল ﴿٥٥﴾ এর সম্পর্ক জাগ্রত অবস্থায়:

আল কুরআনের আলোকে:

আল কুরআন আল-কারীমে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

অর্থ: তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।<sup>৪</sup>

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন:

وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لِمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ: এবং (এই রসূল কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছেন) অন্য আরও লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।<sup>৫</sup>

উপরিউক্ত দুইটি আয়াতের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। দেখুন! প্রথম আয়াতে আল্লাহ হযুর পাক ﴿٥٥﴾ এর প্রেরণের অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারন বর্ণনা করেছেন। যাতে বলা হয়েছে হযুর ﴿٥٥﴾ প্রেরিত হওয়ার একটি কারণ হল তিনি নিরক্ষরদের পবিত্র করবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন। আর পরবর্তী আয়াতে রাসূল ﴿٥٥﴾ এর সেই কাজের একটি সময়সীমা বলা হচ্ছে যা হল কিয়ামত পর্যন্ত। যেমন আয়াত শরীফে বলা হয়েছে وَأَخْرَجَ। এর অর্থ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকলেই। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল লোককেই হযুর ﴿٥٥﴾ পবিত্র করবেন ও তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন।

এই আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় ‘তাবারী’তে উল্লেখ আছে-

<sup>৪</sup> সূরা জুমু’আহঃ ২

<sup>৫</sup> সূরা জুমু’আহঃ ৩

قال ابن زيد، في قول الله عز وجل: { وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ } قال: هؤلاء كلّ من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كلّ من دخل في الإسلام من العرب والعجم.

ইবনে যায়েদ رحمته الله আল্লাহ ﷻ এর বানী لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ এঁরা হলেন সেই সকল লোক যারা রাসূলে আকরাম ﷺ এর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন এবং তারা সবাই যারা ইসলামে প্রবেশ করবেন (এবং) এঁরা আরব ও আজম যেকোন স্থান থেকে (হতে পারে) ।<sup>৬</sup>  
একটি প্রশ্ন হতে পারে, “তাহলে কি কিয়ামত পর্যন্ত সকলকেই হযুর শিক্ষা দেবেন?” না। যারা সেই মর্যাদার অধিকারী তারাই শুধু দরবারে মুস্তফা ﷺ থেকে ইলম হাসিল করতে পারবেন। এই উম্মতের অনেকেই এই তবকায় উপনিত হয়েছেন। যেমন ইবনুল আরাবী رحمته الله, ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুযুতী رحمته الله প্রমুখ।  
উম্মতের সাথে হযুর ﷺ এর সম্পর্কের এই দিকটি শুধুমাত্র উম্মতের সেই সকল ব্যক্তিদের জন্য এখনো রয়েছে যাদেরকে পেয়ারা নবীজী ﷺ মেহেরবানী করেছেন। যারা ইশকে রাসূলের দ্বারা ‘ফানা ফির রাসূল’ এর তবকায় উপনিত হয়েছেন। যারা জাগ্রত অবস্থায় দীদারে মুস্তফা ﷺ দ্বারা ধন্য হয়েছেন। আর জাগ্রত অবস্থায় যে হযুর ﷺ উম্মতের সাথে সম্পর্ক রাখবেন আর তাদেরকে দেখা দেবেন তা খোদ রাসূলে কররীম ﷺ বলেছেন।  
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

عن ابي هريرة، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَيْسِرًا فِي الْيَقَظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِهِ

হযরত আবু হোরাযরা رحمته الله থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখবে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারবে না।<sup>৭</sup>

<sup>৬</sup> ইবনে জরীর তাবারী, জামেউল বায়ান ফী তা’বীলিল কুরআন, ৭/৮৩

<sup>৭</sup> ৯/৩৩, باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كিতাবুত তা’বীর, ফায়সল ফী আল-মুনাম, হাদীসঃ ৬৯৯৩

২) মুসলিম, সহীহ, কিতাবুর রু’ইয়া, ফায়সল ফী আল-মুনাম, হাদীসঃ ২২৬৬, ৪/১৭৭৫, হাদীসঃ ২২৬৬

৩) আবু দাউদ, সুনান, কিতাবুল আদাব, ফায়সল ফী আল-মুনাম, হাদীসঃ ৫০২৩, ৪/৩০৫, হাদীসঃ ৫০২৩

৪) আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ৩৭/২৯১, হাদীসঃ ২২৬০৬

একথা অবশ্যই সত্য যে, যে ব্যক্তি রাসূলে পাক ﷺ কে স্বপ্নে দেখেছেন সে রাসূলে পাক ﷺ কে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। হযুর ﷺ এঁর এই কথা কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে-ই হযুর ﷺ কে স্বপ্নে দেখবে তার পক্ষেই হযুর ﷺ কে জাগ্রত অবস্থায় দেখা সম্ভব।

উম্মতের অনেক বুয়ুর্গ ব্যক্তি হযুর ﷺ যিয়ারত জাগ্রত অবস্থায় করেছেন। যেমন তাফসীরে রুহুল মা'আনী -তে বলা আছে-

و جاز أن يكون ذلك بالاجتماع معه عليه الصلاة والسلام روحانية، ولا بدع في ذلك فقد وقعت رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لغير واحد من الكاملين من هذه الأمة والأخذ منه يقظة، قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في «طبقات الأولياء»: قال الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ قلت: يا أبتاه أنا رجل أعجم كيف أتكلم على فصحاء بغداد فقال: افتح فاك ففتحته فتنفل فيه سبعا وقال: تكلم على الناس وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرني خلق كثير فارتج عليّ فرأيت علياً كرم الله تعالى وجهه قائماً يازائي في المجلس فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ قلت: يا أبتاه قد ارتج علي فقال: افتح فاك ففتحته فتنفل فيه ستاً فقلت: لم لا تكملها سبعا قال: أدباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توارى

অনেক দলিল রয়েছে যেখানে রাসূলে পাক ﷺ এর সাথে আত্মিকভাবে সাক্ষাতের। এবং এটা নতুন কিছু নয়। কেননা এই উম্মতের অনেক আউলিয়ায়ে কেরাম রাসূলে পাক ﷺ কে ‘জাগ্রত অবস্থায়’ দেখেছেন এবং তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। শায়খ সিরাজুদ্দিন ʒ তাঁর ‘তাবাকাতুল আউলিয়া’ কিতাবে বলেন: “শায়খ আবদুল কাদীর জীলানী ʒ বলেছেন যে তিনি যোহরের আগে রাসূলে কারীম ﷺ সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং তিনি (রাসূলে কারীম ﷺ)

৫) তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর, ১৯/২৯৬, হাদীস: ৬৬০

৬) তাবরানী, মুসনাদুশ শামিয়ান, ৩/২৮, হাদীস: ১৭৩৯

৭) বাগবী, শরহুস সুন্নাহ, ১২/২২৭, হাদীস: ৩২৮৮

৮) মানাবী, ফয়যুল কাদীর, ১/১৭

৯) ইবনে মাজাহ, সুনান, কিতাবুত তা'বীরির রু'ইয়া, بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهَيَا، ২/১২৮৪, হাদীস: ৩৯০০

১০) আবু দাউদ তায়লাসী, মুসনাদ, ৪/১৭০, হাদীস: ২৫৪২

বলেছেনঃ হে পুত্র ! তুমি কেন ওয়ায কর না ? আমি বললাম হে আমার পিতা<sup>৮</sup> ! আমি কি করে একজন অনারবী হয়ে বাগদাদের (মানুষের) সামনে ওয়ায করব । রাসূলে করীম ﷺ বলেনঃ তুমি মুখ খোল এবং আমি মুখ খুললাম । তখন রাসূলে পাক ﷺ তাঁর লালা মোবারক সাত বার আমার মুখে দিলেন এবং বললেনঃ এবার তুমি দয়া ও হিকমতের সাথে লোকদের দ্বীনের পথে ডাকতে পার ।

আমি যোহরের সালাত আদায় করলাম । শীঘ্রই প্রচুর সংখ্যক লোক আমার চারপাশে জমা হতে লাগল যার কারণে আমি কাঁপতে লাগলাম কারণ আমি দেখলাম লোকজনের মধ্যে হযরত আলী ؓ বসা ছিলেন । তিনি (হযরত আলী ؓ) বললেনঃ হে পুত্র ! তুমি কেন তোমার ওয়ায শুরু করছ না । আমি বললামঃ হে আমার পিতা ! আমি (এখনও) কাঁপছি । তখন তিনি (হযরত আলী ؓ) আমাকে আমার মুখ খুলতে বললেন এবং তিনি আমার মুখে ছয় বার তাঁর লালা মোবারক দিলেন । আমি জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি সাতবার কেন দিলেন না ? তিনি বললেনঃ রাসূলে পাক ﷺ এঁর প্রতি আদব রক্ষার্থে । এরপর তিনি চলে গেলেন ।<sup>৯</sup>

وقال أيضاً في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهر ملكي: كان كثير الرؤية لرسول الله عليه / الصلاة والسلام ومناماً فكان يقال: إن أكثر أفعاله يتلقاه منه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناماً وراه في ليلة واحدة سبع عشرة مرة قال له في إحداهن: يا خليفة لا تضجر مني فكثير من الأولياء مات بحسرة رؤيتي

শায়খ ইবনে মুসা আন নাহর মক্কী ؓ লিখেছেন যে, শায়খ আবদুল কাদীর জীলানী ؓ রাসূলে করীম ﷺ কে স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় যিয়ারত করতেন । একবার তিনি রাসূলে করীম ﷺ কে এক রাতে ৭০ বার যিয়ারত করেন । এই যিয়ারত সমূহের মধ্যেই একবার রাসূলে পাক ﷺ তাঁকে বললেনঃ হে খলীফা ! আমাকে দেখার জন্য অধীর হয়ো না । কারণ অনেক আউলিয়া আমাকে (মাত্র একবার) দেখার জন্য মৃত্যু বরণ করেছে ।<sup>১০</sup>

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في «لطائف المنن»: قال رجل للشيخ أبي العباس المرسى يا سيدي صافحني بكفك هذه فإنك لقيت رجلاً وبلاداً فقال: والله ما صافحت بكفي هذه

<sup>৮</sup> তিনি এভাবে বলেছিলেন কারণ তিনি রাসূলে পাক ﷺ এঁর বংশধর ছিলেন ।

<sup>৯</sup> তাফসীরে রুহুল মা'আনী, দারুল কিতাবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন, খন্ড-১১, পৃষ্ঠাঃ ২১৪

<sup>১০</sup> তাফসীরে রুহুল মা'আনী, দারুল কিতাবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন, খন্ড-১১, পৃষ্ঠাঃ ২১৪

إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال الشيخ لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما عدت نفسي من المسلمين، .

শায়খ তাজউদ্দীন ইবনে আতাউল্লাহ رحمته ‘লাতাইফুল মানান’ -এ বলেনঃ একদা এক ব্যক্তি শায়খ আবুল আব্বাস আল মুরসি رحمته কে বলেন, হে আমার সাইয়্যিদ ! আমার সাথে হাত মেলান । এতদুত্তরে তিনি বলেনঃ আল্লাহর কসম আমি রাসূলে করীম ﷺ ছাড়া কারো সাথে হাত মেলাই না । শায়খ মুরসি আরো বলেন, যদি আমি চোখের পলক ফেলার সময় রাসূলে করীম ﷺ এর দীদার না করি, সেই সময় আমি নিজেকে মুসলমান হিসেবে গন্য করি না ।<sup>১১</sup>

ইমাম জালালুদ্দীন আজ-সুয়ুতী رحمته এর আহকাক:

ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী رحمته জাগ্রত অবস্থায় রাসূলে পাক ﷺ এর দীদার প্রসঙ্গে বলেন-

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد فقد كثر السؤال عن رؤية أرباب الأحوال للنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وإن طائفة من أهل العصر ممن لا قدم لهم في العلم بالغوا في إنكار ذلك والتعجب منه وادعوا أنه مستحيل فألفت هذه الكراسة في ذلك وسميتها تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك ونبدأ بالحديث الصحيح الوارد في ذلك: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، وأخرج الطبراني مثله من حديث مالك بن عبد الله الخنعمي ومن حديث أبي بكر، وأخرج الدارمي مثله من حديث أبي قتادة. قال العلماء اختلفوا في معنى قوله فسيراني في اليقظة ف قيل معناه فسيراني في القيامة وتعقب بأنه بلا فائدة في هذا التخصيص لأن كل أمته يروونه يوم القيامة من رآه منهم ومن لم يره، وقيل المراد من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائبا عنه فيكون مبشرا له أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل موته، وقال قوم هو على ظاهره فمن رآه في النوم فلا بد أن يراه في اليقظة يعني بعيني رأسه وقيل بعين في قلبه حكاهما القاضي أبو بكر ابن العربي، وقال الإمام أبو محمد بن أبي جرة في تعليقه على الأحاديث التي انتقاها من البخاري: هذا الحديث يدل على أنه من رآه صلى الله عليه وسلم في النوم فسيراه في اليقظة وهل هذا على عمومه في

<sup>১১</sup> তাফসীরে রুহুল মা’আনী, দারুল কিতাবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন, খন্ড-১১, পৃষ্ঠাঃ ২১৪

حياته وبعد مماته أو هذا كان في حياته وهل ذلك لكل من رآه مطلقاً أو خاص بمن فيه الأهلية والاتباع لسنته عليه السلام اللفظ يعطى العموم ومن يدعي الخصوص فيه بغير محصص منه صلى الله عليه وسلم فمتعسف قال وقد وقع من بعض الناس عدم التصديق بعمومه وقال على ما أعطاه عقله وكيف يكون من قد مات يراه الحي في عالم الشاهد قال وفي قول هذا القول من المخذور وجهان خطران أحدهما عدم التصديق لقول الصادق عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى والثاني الجهل بقدرة القادر وتعجيزه

ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতী رحمته বলেন, রাসূলে পাক ﷺ কে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পারার এই প্রশ্নটি একটি সাধারণ প্রশ্ন হয়ে গেছে। আমাদের সময়ের একটি দল, যাদের কোন দ্বীনি ইলমে কোন অবস্থান নেই, তারা প্রবলভাবে এটাকে অস্বীকার করে ও এতে বিস্মিত হয়। তারা আরও দাবী করে যে এটা অসম্ভব (মুসতাহিল) বিষয়। তাই আমি কিছু পৃষ্ঠা লিখেছি এবং এর নাম রেখেছি- **تنوير**

الحلک فی إمكان رؤية النبي والمملک ‘তানবিরুল হালাক ফী ইমকানি রু’ইয়াতুন নাবিয়্যি ওয়াল মালাক’। আমরা এই বিষয়ে সহীহ হাদীস দ্বারা শুরু করছি। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, হযরত আবু হোরায়ারা رضی থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي

“যে আমাকে তাঁর স্বপ্নে দেখল সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারবে না।

তাবরানী একই রকম মালিক ইবনে আবদুল্লাহ এঁর একটি বর্ণনা, আবু বাকরা رضی এঁর হাদীস হতে নিয়েছেন।

দারেমী এই রকম বর্ণনা হযরত কাতাদাহ رضی এঁর হাদীস হতে নিয়েছেন।  
আলেমগণ বলেছেন: **فسيراني في اليقظة** ‘সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে’ এর অর্থের বিষয়ে (বর্ণিত) মতামতগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন এর অর্থ হল:

فسيراني في القيامة

‘সে আমাকে কিয়ামতের দিন দেখবে’। এই মতটি অন্তঃসারশূন্য হওয়ার কারণে সমালোচিত। কারণ ইহা একটি ‘তাখসিস’ (বিশেষ উল্লেখ)। অন্যথায়, যারা তাঁকে ইতোমধ্যে দেখে ফেলেছেন এবং যারা তাঁকে তাঁকে দেখেননি সকলেই

রাসূলে পাক (ﷺ) কে কিয়ামতের দিন দেখবে । ইহার অর্থ এটাও হতে পারে যে , ‘যারা রাসূলে কারীম (ﷺ) এর ওপর তাঁর জীবদ্দশায় ঈমান রেখেছিল এবং তাঁর (ﷺ) সোহবতে থাকতে না পারার কারণে হুযুর (ﷺ) কে দেখতে পারে নি , তাদেরকে এমন মর্যাদা দেয়া হবে যে তারা মৃত্যুর পূর্বে হুযুর (ﷺ) কে দেখবেন’ । একটি দল বলেন যে অর্থটি হল শাদ্বিক এবং যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে স্বপ্নে দেখবে তারা নিশ্চয়ই তাঁকে (ﷺ) জাগ্রত অবস্থায় দেখবে । তার মানে , তার ‘জাগ্রত চোখে’ । যদিও কেউ বলেন যে , ‘তার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা (দেখবে)’ । উভয়টি-ই কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী হতে বর্ণিত । ইমাম আবু মোহাম্মদ ইবনে আবু জামরা তাঁর সহীহ বুখারীর টীকাতে বলেনঃ

هذا الحديث يدل على أنه من رآه صلى الله عليه وسلم في النوم فسيراه في البقطة

“এই হাদীস প্রমাণ করে যে, যে হুযুর নবীয়ে করীম (ﷺ) কে স্বপ্নে দেখে সে জাগ্রত অবস্থায় তাকে দেখবে । (বিতর্কটি হল ) এই বর্ণনাটি রাসূলে পাক (ﷺ) এর জীবদ্দশা এবং তার বিসাল মোবারকের পরবর্তী সময়ের জন্যও সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য কি না । (সাথে সাথে ) এটা কী সকলের জন্য যারা হুযুর (ﷺ) কে দেখেছেন নাকি তাঁদের জন্য যারা স ৎগুন সম্পন্ন লোকদের জন্য এবং সেই সকল লোক যারা হুযুর (ﷺ) এর সুলতকে নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন ।

শব্দটি সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য এবং যে কেউ (শব্দটিকে) ‘নির্দিষ্ট’ না হয়েও ‘নির্দিষ্ট’ দাবী করে, তাহলে সে সীমা লঙ্ঘন করল । তিনি এটাও বলেন যে , “কিছু লোক ‘সামগ্রিক’ বিষয়টিকে অবিশ্বাস করেছে এবং তা বলেছে যা তাদের ‘আকুল’ বলতে বলেছে । তারা বলেছেঃ “এই ‘আলমে শাহিদ’ <sup>১২</sup> -এ কিভাবে একজন জীবিত ব্যক্তি মৃতকে দেখতে পারে” ? তিনি উত্তরে বলেনঃ “এই আপত্তি দুইটি মারাত্মক সম্ভবনার উত্থাপন করতে পারে । প্রথম, সেই সত্য নবী যিনি তার নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কিছুই বলেন না তার কথাকে অবিশ্বাস করা । এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহর শক্তি ও তাঁর কুদরত সম্পর্কে জাহেল (মূর্খ) হওয়া । <sup>১৩</sup>

আল্লাহ্মা আতওয়্যার শাহ কাম্বীয়া’র মতামতঃ

আনওয়ার শাহ কাম্বীয়া বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা “ফয়যুল বারী” কিতাবে হুযুর (ﷺ) কে জাগ্রত অবস্থায় দেখা সম্ভব বলে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন ।

<sup>১২</sup> অর্থাৎ এই পৃথিবী যেখানে সকল কিছু দেখা যায়

<sup>১৩</sup> আল হাভী লিল ফাতওয়া, ইমাম জালালুদ্দিন সুযুতী, মাকতাবা আল আশারিয়াহ, বৈরুত, লেবানন, ২য় খন্ড, ৪৩৭-৪৩৮ পৃষ্ঠা

হযরত জাঈদ আল-আহমদ কবীর রেফায়ী ؒ এর সাথে হযরত ততীয়ে আকরাম ؒ এর সরাসরি মুসাফাহাঃ

হযরত সাইয়িদ আহমদ কবীর রেফায়ী ؒ যখন ৫৫০ হিঃ সনে হজ্জ সম্পন্ন করে মদীনাহ মুনাউওয়ারাতে যান তখন রওজায়ে পাকে হযুর ؒ কে সালাম করে হযুর ؒ এর সাথে মুসাফাহা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন নব্বই হাজার লোকের সম্মুখে হযুর ؒ তাঁর হাত মোবারক রওজা শরীফ থেকে বের করে দেন । তখন আল্লামা আহমদ কবীর রেফায়ী ؒ হযুর ؒ এর সাথে মুসাফাহা করেন । নব্বই হাজার লোক সাক্ষী ছিল যে তারা হযুর ؒ এর হস্ত মোবারকের যিয়ারত করেছে ।

ঈমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী ؒ এর সাথে হযরত ততীয়ে আকরাম ؒ এর সত্যাতারি সম্পর্কঃ

ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী ؒ উম্মতে মোহাম্মাদীর ইতিহাসের ঐ সকল উজ্জ্বল এবং ক্ষনজন্মা মনিষীদের অন্তর্ভুক্ত যারা ইসলামের সর্বোচ্চ খিদমতে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ؒ এর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন । ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী ؒ রাসূলে পাক ؒ কে ২২ বার জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী ؒ এর সাথে রাসূলে পাক ؒ এর সত্যাতারি সম্পর্কঃ

উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বলতম তারকা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ؒ ইলমে শরীয়াত ও তরিকতের যে খিদমত আনজাম দিয়েছেন ইতিহাসে তা বিরল । হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ ؒ এর সাথে রাসূলে পাক ؒ

এর সরাসরি সাক্ষাতের কথা তিনি নিজেই তার **الدر الثمين في مبشرات النبي الامين**

“আদ দুররুহ ছামীন ফি মুবাশ্শারাতিন নাবীয়িল আমীন” কিতাবে বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন । নিম্নে কতিপয় তুলে ধরা হলঃ

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ؒ কিতাবের মুকাদ্দামাতে বলেন-

هذه أربعون حديثاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تروى من جهة الروي أو من جهة مشاهدة روحه الكريمة ، جمعها في هذه الرسالة منها ما لا واسطة بيني وبينه صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة .

এ রিসালায় আমি এমন চল্লিশটি হাদীসের সংকলন করেছি যার কতিপয় স্বপ্ন-দর্শন অথবা মুশাহাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেছি । কিছু এমন হাদীছ রয়েছে যার বর্ণনায়



আমার ও রাসূলে পাক ﷺ এর মধ্যে কোন মাধ্যম নেই । অর্থাৎ আমি রাসূলে করীম ﷺ হতে সরাসরি বর্ণনা করেছি ।<sup>১৪</sup>

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ﷺ অন্যত্র আরও বলেনঃ

اصابني مجاعة فدعوت الله أن يكشفها ، فأريت روحه الكريمه صلى الله عليه وسلم نزلت من السماء معها رغيف ، كأن الله يعالى أمره أن يطعمني ذلك الرغيف ، فأعطانيه فانكشفت الحاجة اخر ذلك اليوم أو أول الغد

একবার আমাকে ক্ষুধা রোগে আক্রান্ত করল । কোন ক্রমেই তা নিবারিত হয় না । নিরুপায় হয়ে আমি এ রোগ থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি । তখনই রাসূলে মুকাররম ﷺ একটি রুটি সাথে নিয়ে অবতরণ করতে দেখলাম । আল্লাহ যেন আমাকে রুটি খাইয়ে দিতে হুযুর ﷺ কে বলেছেন । হুযুর ﷺ তা আমাকে দিলেন এবং আমি তা খেয়ে নিলাম । ঐ দিন বিকাল অথবা ঐ দিনপর সকাল থেকেই আমার এ রোগ নিরাময় হয়ে গেল ।<sup>১৫</sup>

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ﷺ ‘ফুযুযুল হারামাইন’ কিতাবে লিখেন-

ورايته صلى الله عليه وسلم في اكثر الامور بيدي اى صورته الكريمه التي كان عليها مرة بعد مرة فتفطنت ان له خاصة من تقويم روحه بصورة جسده عليه السلام وانه الذي اشار اليه بقوله ان الانبياء لايموتون وانهم يصلون في قبورهم يحجون وانهم احياء

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অধিকাংশ দীনী ব্যাপারে তাঁর নিজ আকৃতিতে আমার সম্মুখে বার বার দেখেছি । এতে আমি উপলব্ধি করলাম যে, তাঁর রূহের এমন এক বিশেষ শক্তি আছে যে তা তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে । এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঐ উক্তির ইঙ্গিত যে, নবীগণ মরেন না ; বরং তাঁরা নিজ নিজ কবরে নামায পড়ে থাকেন; তাঁরা হজ্জ করে থাকেন এবং তাঁরা জীবিত আছেন ।

**নোটঃ** সংশ্লিষ্ট হাদীসটি হল এই-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْبِيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ .

<sup>১৪</sup> আদ সুররুস সামিন, পৃষ্ঠা- ১৮

<sup>১৫</sup> আদ দুৱরুস সামীন, পৃষ্ঠাঃ ৩৭

হযরত আনাস বিন মালেক رضی اللہ عنہ থেকে বর্ণিত, রাসুলে পাক ﷺ এরশাদ করেন, আশ্বিয়ায়ে কেরাম (নবীগণ) عليهم নিজেদের কবরে জীবিত এবং তারা নামাজ পড়েন। <sup>১৬</sup>

ইমাম মুহাম্মদ কারদী رحمۃ اللہ علیہ এর জাগ্রত অবস্থায় দীদারে মুস্তফা ﷺ :

ইমাম জালালুদ্দীন আস সুয়ুতী رحمۃ اللہ علیہ (انارة الحلك في جواز روية النبي والملك) কিতাবে লিখেছেন, ১১০৫ হিজরীতে আমি ইমাম মাহমুদ কারদী رحمۃ اللہ علیہ এর সাথে মদীনায় মিলিত হই। আমি তাঁর সাথে নবী করীম ﷺ এর হজরা মোবারকের দরজায় বসতাম। তিনি আমাকে বলতেন, তিনি জাগ্রত অবস্থায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছেন। একবার তিনি তাঁর হজরায় এলেন। তিনি ইমাম কারদীকে বললেন, তিনি তাঁর চাচা হামযা رضی اللہ عنہ এর যিয়ারতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মধ্যে ও নবী করীম ﷺ এর সংঘটিত বহু ঘটনা ইমাম কারদীকে বললেন। এ ঘটনাগুলো সংঘটিত হলো জাগ্রত অবস্থায়।

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী رحمۃ اللہ علیہ এর বর্ণনা:

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী বলেনঃ আমার ও আমার পিতার শেখ শামস আবুল হামায়েল নবী করীম ﷺ কে দেখতে পেতেন।

ইমাম শা'রাণী رحمۃ اللہ علیہ এর বর্ণনা:

ইমাম শা'রানী رحمۃ اللہ علیہ 'মীযান' কিতাবে লিখেছেনঃ

قد بلغنا عن ابي الحسن الشاذلي وتلميذه ابي العباس المرسى وغيرهما انهم كانوا يقولون لو احتجبت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما اعددنا انفسنا من حجة المسلمين

আবুল হাসান শাযেলী, তাঁর শাগরেদ আবুল আব্বাস মারাসী এবং অপরাপর অলীগণ সম্বন্ধে আমাদের নিকট এ বর্ণনা পৌছেছে যে, তাঁরা বলতেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ

<sup>১৬</sup> ১) আবু ইয়া'লা, মুসনাদ, ৬/১৪৭, হাদীসঃ ৩৪২৫

২) ইবনে আদী, আল কামেল, ২/৩২৭, হাদীসঃ ৪৬০

৩) দায়লামী, মুসনাদুল ফিরদৌস, ১/১১৯, হাদীসঃ ৪০৩

৪) আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৬/৪৮৭

৫) আসকালানী, লিসানুল মীযান, ২/১৭৫, ২৪৬, হাদীসঃ ৭৮৭, ১০৩৩

৬) হায়সমী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/২১১

৭) সুযুতী, শরহু আলা সুনানে নাসায়ী, ৪/১১০

৮) শাওকানী, নায়লুল আওতার, ৫/১৭৮

৯) যুরকানী, শরহে মুয়াত্তা, ৪/৩৫৭

﴿ﷺ﴾ এর দর্শন পলকের জন্যও আমাদের নিকট হতে আবরণের তলে পড়ে যেত, তখন আমরা নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে গন্য করতাম না ।  
ইমাম যুরকানী رحمہ اللہ মাওয়াহিব লাদুন্নিয়ার শরাহ গ্রন্থে, ইমাম কুরতুবী رحمہ اللہ এর ‘আত-তায়কির’ কিতাব হতে উদ্ধৃত করেছেন-

أَن مَوْتَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَنْ غَيَّبُوا عَنْنَا بِحَيْثُ لَا نَذَرُكَهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ أَحْيَاءَ، وَلَا يَرَاهُمْ أَحَدٌ مِنْ نَوْعِنَا إِلَّا مَنْ خَصَّصَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكَرَامَةٍ مِنْ أَوْلِيَائِهِ

নিশ্চয়ই নবীগণের মৃত্যু বলতে হলে এতটুকুই বলতে হবে যে, তাঁদেরকে আমাদের দৃষ্টির অগোচর করা হয়েছে; তাঁরা বিদ্যমান আছেন এবং জীবিত; একমাত্র ব্যাপার হল আমরা তাঁদেরকে দেখতে পাই না । আমাদের মানুষের মধ্যে কেউই তাঁদেরকে দেখতে পায় না । একমাত্র দেখতে পান ঐ সকল অলী যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁদেরকে দেখার বিশেষ কারামত দান করেছেন ।<sup>১৭</sup>

ইমাম যুরকানী رحمہ اللہ আরও বলেন-

لَا يَمْتَنِعُ رُؤْيَا ذَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে শরীরে ও রূহানীভাবে দেখার পথে কোন বাধা নেই ।<sup>১৮</sup>

### একটি প্রশ্নঃ

এখানে বলা হচ্ছে “রাসূলে পাক ﷺ কে যে স্বপ্নে দেখবে সে অচিরেই জাগ্রত অবস্থায় দেখবে” । কিন্তু এমন অনেকেই আছে যারা স্বপ্নে রাসূলে পাক ﷺ কে দেখেছেন কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় রাসূলে পাক ﷺ কে দেখেনি ।

**উত্তরঃ** এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর দেয়া যায়ঃ

১. যেহেতু পুরো হাদীসটিই একটি বিশেষ তবকার দিকে ইশারা করছে সেহেতু যারা শুধু স্বপ্নে দেখেছে তারা সেই তবকাতে পৌঁছেছেন পরবর্তী তবকাতে পৌঁছাতে পারেনি । তাসাউফ সম্পর্কে জ্ঞানীগণ এই বিষয়টি বুঝতে পারবেন ।

২. যারা রাসূলে পাক ﷺ কে স্বপ্নে দেখেছে তারা হয়ত রাসূল ﷺ কে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখেছে কিন্তু চিনতে পারেনি ।

<sup>১৭</sup> যুরকানী, শরহে মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৭/৩৬৯

<sup>১৮</sup> যুরকানী, শরহে মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১/২০

## দিওয়ান-ই-হাসেমী- (৩)

ওস্তাযুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীক্বত: শামসুল আইস্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা  
শায়খ-সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী-(মাগজিঃআঃ)

ঘরের দখল তোমার হাতে  
দলীল তোমার নামে  
নাচাও তারে সারা বিশ্বে  
নামে বেনামে  
ইচ্ছায় তোমার জাহাজ চলে  
নেকী বদী বদনাম কিশে।  
সাজাও তারে তোমার মত  
খাটাও তারে যত্র তত্র  
করে তুমি স্বর্গ নরক  
হাশর কবর আবার কি সে  
খাটাও বলে ইবাদত।  
সৃষ্টি তোমার  
ইচ্ছায় চলে  
ব্যস ব্যক্তি, প্রাণি  
বৃক্ষ ত্রিভূনে  
সৃষ্টির প্রাণে জননী সেজে  
দুক্ষ সোহাগ স্নেহ  
মর্মে  
পালন কর বলে রব  
তোমারে তাই আল্লাহ বলে সব  
সৃষ্টি যদি নাহি ডাকে  
আল্লাহ রব ভগবান যাই বলে  
তবে তুমি কোথায় যাবে?  
তোমার জন্য কেউ বসে আছে?  
তুমি বিশ্ব জননী

তুমি বহু রূপী তোমা হতে সব তৈরী  
তুমি সবার সাথী  
তুমি শেষ তুমি শুরু  
তুমি সৃষ্টির গুরু  
তু-তে তুমি  
মি-তে আমি  
যে বলে সে আমি  
যাকে বলে সে তুমি  
বন বনানী তুমি  
শান সবুজ তুমি  
তুমি ফুল  
তুমি তারা  
যে দিকেই তাকাই  
শুধু তুমি তুমি  
আমি ও তুমি  
তুমি ও তুমি  
বৃক্ষ হয়ে ছায়া দাও  
মাটি হয়ে বৃক্ষ গজাও  
আকাশ হয়ে আশ্রয় দাও  
সাগর হয়ে বারী নামাও  
পর্বত হয়ে আকড়িয়ে ধর  
পবন হয়ে উড়ে বেড়াও  
আত্মা হয়ে প্রাণ দাও  
মরন হয়ে দুঃখ পাও